পড়াশোনা ও চাকরির বাজার

আমেরিকার বিকল্প

যে দেশে সবাই বিদেশী - সেই দেশটির নাম আমেরিকা। আমেরিকা পরিচিত ছিল বিদেশীদের জন্যে সবচেয়ে উন্মুক্ত দেশ হিসেবে। কিন্তু সেই দেশটিতে যাওয়া এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যদি আপনি মুসলিম প্রধান দেশের মুসলিম নাগরিক হন, তাহলে আমেরিকায় যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে সুযোগ আছে ইউরোপসহ অন্যান্য দেশে যাওয়ার। যা হতে পারে আমেরিকার বিকল্প। জার্মানি থেকে কাওসার ভুঁইয়া, জাপান থেকে কাজী ইনসানুল হক, সুইডেন থেকে দেলোয়ার হোসেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ফরহাদ আহমেদ, আমেরিকা থেকে ইকো আজহার তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে সহযোগিতা করেছেন।

লিখেছেন **ফাহিম হুসাইন ও সাদিক মোহম্মদ আলম**

উন্নত জীবনের আশায় মানুষের মাইগ্রেশন প্রবৃত্তি চিরন্তন। প্রাচীন কালের শিকারি-যাযাবর জনগোষ্ঠী খাদ্য আর বাসস্থানের জন্য ঘুরে বেড়াতো এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। মধ্যযুগে ভাগ্যান্বেষী ইউরোপিয়ানরা চষে ফেলেছিলো সে সময়কার সম্ভাবনাময় অথচ অগম্য স্থানগুলো আর একবিংশ শতকে উন্নয়নশীল দেশের মানুষরা উন্নত শিক্ষা এবং চাকরির জন্য খুঁজে ফিরছে তাদের ঠিকানা। চাচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রবেশের সুযোগ। কিছুদিন আগে পর্যন্তও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা এসব জনগোষ্ঠীর 'প্রমিজ ল্যান্ড' ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ, বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ সুবিধা, এইচওয়ানবি ভিসার মাধ্যমে অসংখ্য প্রফেশনাল সেক্টরে চাকরির অফার এবং ডিভি সিরিজের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা - এসবই এদেশকে দিয়েছিল প্রায় স্বর্গরাজ্যের স্ট্যাটাস। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা গোটা অভিবাসন, চাকরি আর এডুকেশন পদ্ধতিকে বদলে দিয়েছে পুরোপুরি। আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা কেলী শ্যাননের মতে, ২০০১ অর্থবছরে ৭.৫ মিলিয়নের ওপরে নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু করা হলেও ১ অক্টোবর ২০০১ সাল থেকে ২০০২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভিসা ইস্যু করা হয়েছে মাত্র ২.৫ মিলিয়ন (সূত্র : ইউইক ডটকম)। এছাড়া পড়তে বা কাজ করতে আসা বিদেশীদের এখন অনেক বেশি স্ক্রিনিং প্রসিডিউরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রতিটি আইএনএস (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন) অ্যাপ্লিকেশনকেই একটি ন্যাশনাল ল' ইনফোর্সমেন্ট ডাটাবেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে স্ক্রিনিং করা হয় এখন। অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেন্টের কোনো ধরনের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হয়। অনেকেরই অভিযোগ মুসলমান নাম, আরব বা শ্যাম বর্ণীয় নৃ-তাত্ত্বিক ব্যাকগ্রাউন্ড এখন পশ্চিমা বিশ্বের অপরাধী শনাক্তকরণের নতুন ক্রাইটেরিয়া। কোনো আরব যদি ওয়ানওয়ে টিকিট নিয়ে প্লেনে ওঠেন তাহলে তাকে শত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয় এ দলের মানুষকেই তাদের কষ্টার্জিত আয়ের উৎস আর খরচ নিয়ে। কিন্তু এই চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষ ঠিকই বিকল্প পথ খুঁজে নিচ্ছে।

এতোদিন পর্যন্ত ইউরোপের 'কল্যানমূলক রাষ্ট্র'গুলোর উন্নত অথচ খরচবিহীন শিক্ষালাভের খবর বাংলাদেশী ছাত্রদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো। সেই সব পথ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকান দেশগুলো, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকাতে চাকরি আর পড়াশোনা করতে যেতে প্রস্তুত এখন দেশের মানুষ।

দেশের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে জার্মান, ফ্রান্স, জাপানি, চীনা ইত্যাদি ভাষা শেখার লম্বা লাইনই প্রমাণ করে দেয় উচ্চ শিক্ষা অন্বেষী ছাত্ররা এখন আমেরিকার বিকল্প খুঁজছে। আমেরিকায় পড়ালেখার সুযোগ এবং মান অনেক বেশি হবার কারণে সবারই প্রথম পছন্দ ইউএসএ'র বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আগের মতো অবস্থা এখন আমেরিকা যাবার প্রক্রিয়া বেশ কঠিন। ভিসা পাবার পরও আপনি ব্যর্থ হতে পারেন গন্তব্যে যেতে। এই জটিলতার কারণে অন্যান্য দেশগুলোতে ছাত্ররা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের গন্তব্য। কম্পিউটার সায়েন্স, সিভিল, কেমিক্যাল এবং মেকানিক্যাল প্রকৌশল, আর্কিটেকচার, বিজনেস, সাহিত্য এসব বিষয়ে পড়তে বাংলাদেশী ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে।

জার্মানি : বিনামূল্যে পড়ালেখা

জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমান সময়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে বেশ উৎসাহী। বাংলাদেশের ভগ্নপ্রায় অর্থনৈতিক পরিবেশে জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থার যে দিকটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হবে, তা হলো সে দেশে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার প্রায় সব খরচ বহন করে রাষ্ট্র। এ কারণে আন্তর্জাতিক মানের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, ন্যাচারাল সায়েন্স (মলিকিউলার এবং সেলুলার বায়োলজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি), এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি, রিজিওনাল প্ল্যানিং এনভায়রনমেটাল সায়েন্স, মেডিসিন, অর্থনীতি, আইন, বিজনেস ইত্যাদি বিষয়ে মূলত মাস্টার্স এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব জার্মানিতে। জার্মানির জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হলেও দৈনন্দিন ব্যয় ইউরোপের যে কোনো দেশের তুলনায় সস্তা। একজন ছাত্রের মাসে খাওয়া-দাওয়া, বাসা ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ বাবদ বড়জোর খরচ হবে ৩৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ বছরে এই ব্যয়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪ লাখ টাকায়।

জার্মানি একাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস DAAD উন্নয়নশীল দেশের ছাত্রদের জন্য বিশেষ কিছু বিষয়ে রেখেছে স্কলারশিপের ব্যবস্থা। রিজিওনাল প্ল্যানিং, ইকনোমিক সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এইসব সাবজেক্টে মাস্টার্স ডিগ্রি করার জন্য ফ্রি টিউশন ছাড়াও DAAD দিচ্ছে বিভিন্ন মানের বৃত্তি।

জার্মান দূতাবাসের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, গত বছর DAAD এর বৃত্তি নিয়ে সে দেশে পড়তে গেছে ১৭ বাংলাদেশী। তাছাড়া দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর (বিশেষত বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্রছাত্রীদের মাঝে জার্মানিতে পড়তে যাবার ব্যাপারে হাল আমলে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষার বেশির ভাগই ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত হয় তবে কিছু কিছু কোর্স নেয়া হয়ে থাকে জার্মান ভাষায়। আর ভর্তির ক্ষেত্রে জার্মান ভাষা জানা ছাত্ররা অনেকাংশেই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে জানতে হায়ার এডুকেশন www.higher-education-compass.de ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এছাড়া উপমহাদেশের দেশগুলোর বৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য DAAD-এর আঞ্চলিক অফিস রয়েছে নতুন দিল্লিতে।। এর ঠিকানা হলো

German Academic Exchange Service
Regional Office
176, Golf Links, Newdelhi-110003
India
Fax : (++91/11) 4690919

DAAD-এর ওয়েব ঠিকানা হলো (www.daad.de)। এছাড়া বাংলাদেশী জার্মান দূতাবাসেও সে দেশে পড়াশুনার ব্যাপারে খবর পাওয়া যেতে পারে।

চাকরির জন্য বিদেশ

বিদেশে কাজ করার সবচেয়ে ভালো ছাড়পত্র আমেরিকার 'H1B' ভিসাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে
মানুষ খুঁজছে বিকল্প ...

গোটা বিশ্বে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা চলছে সেটির দীর্ঘসূত্রতা প্রভাব ফেলেছে প্রায় সব দেশের চাকরির বাজারে। আইটি এবং হাইটেক, বিমান ও যোগাযোগ, গার্মেন্টস, খাদ্য ইত্যাদি প্রায় সব শিল্পেই (একমাত্র অস্ত্র শিল্প ছাড়া!) দেখা দিয়েছে কর্মী ছাঁটাইয়ের অশুভ সংকেত। পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সম্প্রতি ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় গত বছর শুধু আইটি ওয়ার্ক ফোর্সের ভেতর থেকেই চাকরি হারিয়েছেন ৫ লাখ ২৮ হাজার জন। আর ১১ সেপ্টেম্বরের পর এয়ারলাইন্স শিল্প খেয়েছে বিশাল ধাক্কা। বিখ্যাত কোম্পানি আমেরিকান এয়ারওয়েজ এক পর্যায়ে সাত হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়। এছাড়া আমেরিকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সেই বিশাল কনজিউমার গোষ্ঠীভিত্তিক যেসব শিল্প বিশ্বের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছিল সেগুলোর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া গার্মেন্টস কারখানাগুলোর অসহায় বেকার শ্রমিকদের দিকে তাকালেই গোটা পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়। ইউরোপ এবং এশিয়ার ইকনোমিক জায়ান্টগুলোর অবস্থাও এখন বেশ নড়বড়ে।

এমন অবস্থায় বিদেশে কাজ করার সবচেয়ে ভালো ছাড়পত্র আমেরিকার 'H1B' ভিসাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এ বছর ৩০ জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অথরিটি প্রায় ৬০ হাজার ৫০০ জনকে এইচওয়ানবি ভিসা দিয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে শতকরা ৫৪ ভাগ কম। শুধু তাই নয়, ২০০৪ সাল নাগাদ এই সংখ্যা আরো কমিয়ে আনা হবে। ফলে গোটা বছরে সারা পৃথিবী থেকে এইচওয়ানবি ভিসা পাবে মাত্র ৬৫ হাজার জন।

তাই বিকল্প খুঁজতে গিয়ে মানুষ ইউরোপের দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু ইউরোপের সব দেশের ইকোনমিক পিলার খুব একটা শক্ত নয়। অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল দেশেও বেকারত্বের হার বেশ উঁচু এবং এসব দেশে ভালো চাকরি খুঁজে পাওয়া সত্যি কঠিন।

ইউরোপের চাকরির ধারা যদি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে এগ্রিকালচার সেক্টরটি অন্যান্য জায়গা যেমন আমেরিকার চাইতে প্রায় ২ মিলিয়ন চাকরি নিয়ে এগিয়ে আছে। অন্যদিকে পরিসেবামূলক সার্ভিস-এর চাকরি আমেরিকায় প্রায় ৩৬ মিলিয়ন বেশি। তবে ইউরোপে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসা চাকরির বাজারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কৃষি, ব্যাংকিং, পোস্ট এবং টেলিকম। কম গ্রোথ সেক্টরের মধ্যে আছে কন্সট্রাকশন, ট্রান্সপোর্ট, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। মাঝারি গ্রোথ সেক্টর হলো এডুকেশন, ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটাল প্রোডাক্ট

কানাডা : পড়াশোনা অপেক্ষাকৃত স্বস্তা

অনেক ছাত্রের কাছেই উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকার পরই কানাডার স্থান। কম্পিউটার এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি, টেলিকমিউনিকেশন, এরোস্পেস, নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইত্যাদি বিষয়গুলোতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিখ্যাত।

টরোন্টো, ম্যাকগিল, ব্রিটিশ, কলম্বিয়া, অ্যালবার্ট, ওয়াটারলু এগুলো হলো এ দেশের কিছু জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে www.aucc.ca সাইটটি ঘুরে আসতে পারেন।

এ দেশে থাকা-খাওয়ার খরচ নির্ভর করবে আপনি কোন জায়গায় থাকছেন তার ওপর। যেমন ধরুন, মন্ট্রিয়েলে থাকলে ৩৫ বর্গমিটারের একটি রুমের মাসিক ভাড়া পড়বে ২৯ হাজার টাকা। আর একই রুমের ভাড়া টরোন্টোতে হবে ৪১ হাজার টাকা। মোটের ওপর, একজন ব্যক্তি যদি ভালোভাবে কানাডায় থাকতে চান তাহলে বছরে তার ৪ লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা খরচ হবে। তবে কানাডায় আপনার খরচের এক বিশাল অংশ চলে যাবে সরকারি ট্যাক্স ভরতে গিয়ে। ৭% গুড্স এন্ড সার্ভিস ট্র্যাক্স GST ছাড়াও ১৫% প্রভিন্সিয়াল সেল্স ট্যাক্স দিতে হয় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে।

পড়াশুনার খরচ অবশ্য কানাডায় অপেক্ষাকৃত কম। একজন বিদেশী ছাত্রের আর্টস কিংবা সায়েন্সের কোনো সাবজেক্ট পড়তে বছরে খরচ হবে সাড়ে ৩ লাখ টাকার মতো। অ্যাপ্লিকেশন ফি সাধারণত ১১ শ' থেকে ১৯ শ' টাকা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে এই খরচ বাড়তে বা কমাতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া : সহজ ভিসা প্রসেসিং

সহজে ভর্তি এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোয় পড়ার আশায় বাংলাদেশী ছাত্ররা এখন অস্ট্রেলিয়ামুখী হচ্ছে। জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে এতো বাংলাদেশী স্টুডেন্ট যে, সেখানকার ক্যাম্পাসগুলোকে অনেক সময় বাংলাদেশী ক্যাম্পাস বলে মনে হয়। শুধু সিডনিতে বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। আর সিডনির বাইরে সব মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার।

অস্ট্রেলিয়াতে আপনি সায়েন্স অব সি এন্ড এনভায়রনমেন্ট, অ্যারোনটিক্স, ম্যানেজমেন্ট, টেলিকমিউনিকেশান, ওশানোগ্রাফি এন্ড সি স্টাডিজ ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়তে পারেন। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মনাশ, সিডনি ইউনিভার্সিটি, গ্রিফিথ, RMIT গুলো এখানকার কিছু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এ সম্পর্কে সবচে' ভালো খবর পাবেন http://aeivdetya.gov.au সাইটটিতে।

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে লেখাপড়ার খরচ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের তুলনায় অনেক কম। আর বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে পড়তে টাকা বেশি খরচ হয়। যেমন- আর্টস পড়তে বছরে খরচ হবে ২ লাখ ৬৮ হাজার থেকে ৪ লাখ টাকা। কমার্সে খরচ পড়বে ৩ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা। সায়েন্সে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে পড়তে খরচ হবে প্রায় ৪/৯ লাখ টাকা। আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (সায়েন্স)-এ প্রয়োজন বছরে প্রায় ৪/৬ লাখ টাকা।

মেডিসিন পড়তে হলে লাগবে প্রায় ৯ লাখ টাকা আর সারা বছরে থাকা খাওয়া মিলিয়ে আপনার পকেট থেকে চলে যাবে ২ লাখ ৩৫ হাজার/৪ লাখ টাকা।

নিউজিল্যান্ড : হতে পারে আপনার গন্তব্য

নগণ্য হলেও অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডেও বাংলাদেশী ছাত্ররা পড়তে যাচ্ছেন। অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি

ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি। সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রোথ সেক্টরগুলো হচ্ছে হেলথ ও সোশ্যালওয়ার্ক, বিজনেস সার্ভিস, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, রিক্রিয়েশন, ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি বা আইসিটি।

তবে ইউরোপের কোনো দেশে পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ :

ন্যাচারালাইজেশন প্রোসেস বা লিগ্যাল প্রক্রিয়ায় কোনো দেশে কাজ করার প্রক্রিয়া। সেই দেশের অর্থনৈতিক সুবিধাবলী অন্যান্য দেশের তুলনায় কি রকম। দেশের ইমিগ্রেশন নীতিমালা, দেশটি ওয়েলফেয়ার স্টেট কিনা যা সব সময় বাড়তি সুবিধা প্রদান করে। অনেক দেশে উগ্র ডানপন্থি দলের প্রভাব বেশি থাকলে সেসব দেশে ইমিগ্রেশন পাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সম্ভাবনা যাচাই করা হয় তবে ইউরোপের হোটেল ও রেস্টুরেন্ট সেক্টরটিতে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা আমাদের জন্য সফল হতে পারে। এমন অনেক অনুল্লেখযোগ্য দেশ রয়েছে যেখানে আমাদের দেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি করে উপমহাদেশীয় রেস্টুরেন্ট বা হোটেল ব্যবসায় তাদের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কেউ যদি সেই চেষ্টা করেন তবে তারও সম্ভাবনা কম নয়।

এগুলো বাদে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিশ্রুতিশীল বিভিন্ন দেশ আর এশিয়ার 'ইকনোমিক টাইগার' গুলোও হতে পারে এদেশী দক্ষ পেশাজীবীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র। আশার কথা হলো, এই বিশাল প্রতিকূলতার মাঝেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সম্ভাবনাময় এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরগুলোকে কাজে লাগানো, দায়িত্ব কিন্তু শুধুই আমাদের।

উন্মুক্ত জার্মানি : ২০ হাজার ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু

অর্ধশতাব্দীরও আগে হিটলারের বর্ণবিদ্বেষী দ্বিজাতি তত্ত্ব ধ্বংস আর গণহত্যার কালো অধ্যায়ের সূচনা করেছিল গোটা পৃথিবীতে। শ্রেষ্ঠত্ব আর কুলীনতার দম্ভে তখনকার জার্মান সমাজ ব্যবস্থা অবজ্ঞার চোখে দেখতো বাকি সব জাতিকে, তাদের সভ্যতা এবং কৃষ্টিকে। কিন্তু সময় পাল্টেছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং একক বিশ্বের ধারণা আমূলে বদলে দিয়েছে আগের অশুভ, পশ্চাৎগামী মানসিকতা। আর তাই সময়ের প্রয়োজনে আমাদের সামনে চলে আসছে বিভিন্ন সম্ভাবনার ক্ষেত্র, নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। জার্মানির আইটি ভিসা প্রোগ্রামও এমনই একটি সুযোগ। ২০০০ সাল থেকে শুরু করে এর পরবর্তী ৫ বছর বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে যোগ্য আইটি প্রফেশনালরা চাকরি করতে পারবেন জার্মানিতে, বেতন পাবেন প্রথমসারির যেকোনো জার্মান কর্মজীবীর মতো, আর নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করলে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বাড়ানোও যেতে পারে। মোটের ওপর সমকালীন চাকরির বাজারে এটি আকর্ষণীয় প্রস্তাব।

ইনফরমেশন টেকনোলজির বিকাশ প্রকৃত অর্থে ঘটে নব্বইয়ের দশকে। ইন্টারনেটের বিপুল জনপ্রিয়তা, পৃথিবীব্যাপী কম্পিউটারভিত্তিক পণ্যের চাহিদা এসব কিছুই আইটি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবসা প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়েছে গুণোত্তর অনুপাতে। উন্নত দেশগুলোর আইটি ইন্ডাস্ট্রি সৃষ্টি করেছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের। ফলে উপযুক্ত লোক নিতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মেধাবী আর যোগ্য কর্মশক্তির মাইগ্রেশন শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় জার্মানির ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মান দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব দা মিশন হারম্যান নিকোলাই ২০০০কে বলেন, 'চার পাঁচ বছর আগে আমাদের দেশের

(www.out.ac.nj), লিংকন ইউনিভার্সিটি (www.lincoln.ac.nj), ইউনিভার্সিটি অব ক্যান্টারবারি (www.canterbury.com), ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলিংটন (www.victoria-international.ac.nj) হলো এদেশের কিছু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া এখানে বেশ কয়েকটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও আছে। বাইরে থেকে পড়তে আসা যে ছাত্রের বাসস্থান, খাবার-দাবার, যানবাহনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বছরে প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা লাগবে।

যুক্তরাজ্য : ব্যয়বহুল শিক্ষা খরচ

ব্রিটিশ আমল থেকেই উপমহাদেশের ছাত্ররা পড়াশোনা করতে ইউনাইটেড কিংডম বা 'বিলাত'-এ যাচ্ছে। শুরুর দিকে এ দেশে ল' পড়ার সুযোগ থাকলেও বর্তমানে আরো অনেক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে বাংলাদেশী ছাত্ররা উৎসাহী।

www.scit.wlv.ac.uk/ukinfo/uk.map.html সাইটটি আপনাকে ইউকে'তে পড়ার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দেবে। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব আর্টস, সেন্ট মার্টিন্স কলেজ অব আর্ট এন্ড ডিজাইন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স, ক্যামব্রিজ, ইম্পেরিয়াল কলেজ

এইচ ওয়ান বি ভিসা

আমেরিকা যাওয়ার ছাড়পত্র

এইচ ওয়ান বি ভিসাটি হচ্ছে দক্ষ পেশাদারের যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের জন্য প্রদান করা ভিসা। মূলত প্রোফেশনালভাবে যারা দক্ষ তাদেরকেই এইচ ওয়ান বি ভিসা দেয়া হয়। তবে এজন্য তাকে অবশ্যই ন্যূনতম একটি ব্যাচেলর ডিগ্রি বিশিষ্ট হতে হয় অথবা তার সমমানের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রোফেশনাল দক্ষতায় কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন যাদেরকে সাধারণভাবে এইচ ওয়ান বি ভিসা দেয়া হয় তাদের ভেতরে কমন প্রোফেশনাল হচ্ছে- সিস্টেম এনালিস্ট, ডেটাবেইজ অ্যাডমিন্সট্রেটর, হেলথ কেয়ার প্রোফেশনাল যেমন ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, আর্কিটেকচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, এডুকেশন, সোশ্যাল সায়েন্সসহ বিভিন্ন ধরনের প্রোফেশনাল।

অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে এইচ ওয়ান বি ভিসা বুঝি কেবল কম্পিউটার খাতের চাকরির জন্যই প্রযোজ্য। আসলে তা নয়, যে কোনে, পেশার দক্ষ ব্যক্তিই এইচ ওয়ান বি ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন। মূলত কয়েকটি শর্ত থাকে এইচ ওয়ান বি ভিসার আবেদনকারী হওয়ার জন্য যেমন- এক হলো নিজ পেশায় থাকতে হবে পূর্ণ দক্ষতা, দুই হলো যুক্তরাষ্ট্রে ঐ পেশার জন্য দক্ষ লোকের ঘাটতি থাকা এবং তিন হলো আমেরিকার কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরির অফার আনা। এখানে যেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, ঐ প্রতিষ্ঠানটির মান আন্তর্জাতিক বা তার কাছাকাছি হতে হবে। ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রয়োজন হয় এইচ ওয়ান বি ভিসার ব্যাপারে আবেদন করার জন্য। তবে নন গ্র্যাজুয়েটেরাও আবেদন করতে পারবে যদি তারা কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে সে গ্র্যাজুয়েট ইকুইভ্যালেন্ট।

আমরা অনেকেই ডিভি ভিসার নাম শুনেছি, যেটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার ভিসা। এই ভিসা পাওয়া মানে কর্মসংস্থান পাওয়া নয়। অন্যদিকে এইচ ওয়ান বি ভিসা হলো এক ধরনের পেশাদার ভিসা।

ধাপসমূহ

প্রথম ধাপটি হলো পিটিশন। আপনাকে যারা চাকরি দেবে সেই কোম্পানি বা এজেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের

নীতি-নির্ধারকরা এবং প্রাইভেট সেক্টর বুঝতে পারে যে, দেশে সেই সময় এবং সামনের দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে দরকার দক্ষ আইটি কর্মীবাহিনী। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে শুরু হয় তরুণ জার্মানদের নিয়ে আইটি সংক্রান্ত বেশকিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এরপরও দেখা গেলো আমাদের প্রয়োজন মিটছে না। তখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো থেকেও আইটি প্রফেশনালদের জার্মানিতে এসে কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হলো। কিন্তু কর্মী ঘাটতি থেকেই গেলো। ঠিক এই সময়টাতে প্রাইভেট সেক্টর থেকে প্রস্তাব আসে আইটি চাকরির বাজারকে বহির্বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য। সেই সূত্র ধরেই প্রস্তাব করা হয় 'আইটি স্পেশালিস্ট টেম্পোরারি রিলিফ প্রোগ্রাম'-এর। যাতে এই খাতে ২০ হাজার ওয়ার্ক পারমিট ইস্যুর অনুমতি দেয়া হয়।'এই রিলিফ প্রোগ্রাম রীতিমতো সাড়া জাগায় আইটি বিশ্বে। কারণ আমেরিকার এইচওয়ানবি ভিসার পর ব্যাপকভাবে প্রথম জার্মানিই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া এইচওয়ানবি ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন জটিলতা ও হাল আমলে ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অনেক যোগ্য ব্যক্তিই জার্মানিতে কাজ করতে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে থাকেন।

জার্মান ভিসা পাবার উপায়

জার্মান কর্তৃপক্ষ প্রথমেই চিহ্নিত করেছে তাদের কর্মী ঘাটতির সেক্টরগুলোকে। মূলত সফটওয়্যার এবং মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপার এবং প্রোগ্রামার, সার্কিট ও আইটি সিস্টেম ডেভেলপার, আইটি কনসালট্যান্ট, সিস্টেম, নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট স্পেশালিস্ট বিভিন্ন পদের জন্যই লোক দরকার বেশি।

যোগ্যতা হিসেবে বেঁধে দেয়া হয়েছে সহজ কিছু শর্তাবলী। নন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেশগুলোর যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা পলিটেকনিক কলেজ থেকে আইটি সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে (যেমন- কম্পিউটার সায়েন্স, কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং) ব্যাচেলর বা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলেই আপনি এই ভিসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আর যদি আইটি বিষয়ক শিক্ষাগত কোনো ডিগ্রি না থাকার পরও এ ব্যাপারে আপনি নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন তাহলেও জার্মানি যাবার সুযোগ আপনার আছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য আপনার জার্মান চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানকে লিখিত অঙ্গীকারনামা দিয়ে বলতে হবে যে, ন্যূনতম পক্ষে আপনাকে তারা বছরে ১ লাখ ডয়েচ মার্ক বেতন দিয়ে রাখবে।

২০০০ সালের জুন মাস থেকে জার্মানির ফেডারেল এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি চালু করেছে একটি তথ্যবহুল জব সাইট (www.arbeitsamt.de/zav/services/greencard/index.html) এই সাইটে আপনি আপনার সিভি জমা রাখতে পারেন। এছাড়া এতে জার্মানির বিভিন্ন আইটি কোম্পানিও তাদের জব অফারগুলো রেখে থাকে।

এই সাইটটি বাদে ZAV নামক বনভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান বিদেশীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। ই-মেইল অ্যাড্রেস হলো : bonn-zav.it-experts@arbeitsamt.de

তবে আপনি চাকরির ব্যাপারে সরাসরি যেকোনো জার্মান আইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। কোনা ট্রেডম্যাগাজিন অথবা ইন্টারনেটে চাকরির বিজ্ঞাপনে যদি উল্লেখ করা না থাকে যে প্রার্থীকে কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী হতে হবে, তাহলে নির্দ্বিধায় আপনি সেই চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। তবে একটা ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেই এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি আপনাকে রিক্রুট করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সেটি যাতে বৈধ হয়। মনে রাখবেন, কোনো প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিই যেন চাকরি খুঁজে দেয়ার নাম করে আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে না পারে। এজেন্সিগুলোর বৈধতা

ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসেস (INS) নামক সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করবে 1-129 নামটি পূরণের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে তারা তাদের চাহিদার কথা জানাবে। এর পর INS যদি সেই আবেদন গ্রহণ করে তবে 1-797 নামক ফার্মের মাধ্যমে একটি নোটিশ পাঠাবে। তবে তার মানে এই নয় যে আপনার নিয়োগদাতা 1-797 ফর্ম পেয়ে গেলেই আপনার আমেরিকা যাবার ভিসা নিশ্চিত হয়ে গেল। আপনি যদি Immigration and Nationality Act-এর অধীনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন তবে যাওয়া হবে না।

ভিসা এপ্লিকেশন ফর্ম OF-156-এর মাধ্যমে জানা যায় যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধীনে কারা ভিসা পেতে পারে। তবে এর দু'একটা ধারা যদি আপনাকে অযোগ্য বলে বিবেচিত করে সেক্ষেত্রে আপনার আবেদনের সুযোগ আছে। আর আপনি যে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সে দেশে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে আবেদন করাই ভালো। আবেদনের সময় OF-156 পূরণ করে স্বাক্ষর করতে হবে। আপনি যদি ভিসা পান তবে আপনার স্বামী বা স্ত্রী এবং শিশু সন্তান আপনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারবে। এইচ ওয়ান বি ভিসার একটি বড় সুবিধা হলো যে ভিসাপ্রাপ্ত তার স্ত্রী / স্বামী এবং অবিবাহিত ছেলেমেয়ে যাদের বয়স ২১ বছরের নিচে তাদের সঙ্গে নিতে পারবে। তবে আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তাদের ভরণ-পোষণ করাতে পারবেন। সাধারণত H1B ভিসা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করা হয়। তবে মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে বাড়ানো যায়। এইচ ওয়ান বি ভিসাটি তিন বছরের জন্য ভ্যালিড থাকলেও তা অতিরিক্ত আরো তিন বছরের জন্য বাড়ানো যায়। সব মিলিয়ে মোট ছয় বছর যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি প্রদান করে এইচওয়ান বি ভিসা। তবে এজন্য INS-এর অনুমতির প্রয়োজন হবে। তবে থাকাকালীন অবস্থায় যেকোনো সময়ে গ্রিন কার্ড বা স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার জন্য আবেদনও করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ঢাকায় অবস্থিত আমেরিকান অ্যাম্বাসি বা ইউসিস INS-এর সঙ্গে যোগাযোগ করাই ভালো।

এইচ ওয়ান বি ভিসা পেতে হলে কি ধরনের কোর্স করা উচিত ? এই প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর হল, আমেরিকার যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি তারা কি ধরনের লোক চায় তার ওপর নির্ভর করে আপনার কোর্স করা উচিত। আইটির ক্ষেত্রে আপনি প্রোগ্রামিং, ইন্টারনেট, ই-কমার্স, মাল্টিমিডিয়া বা হার্ডওয়্যার যে দিকেই দক্ষ হোন না কেন, আপনাকে অবশ্যই নিজের কাছে দক্ষ হতে হবে। নিচে যেসব কোর্সের বেশ চাহিদা রয়েছে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল : JAVA, JDBC, HTML, Oracle 8i, C++, VC++, VB 6.0, MS SQL Server, A+, মাইক্রোসফট সার্টিফিকেশন, Unix প্রভৃতি।

এইচ ওয়ান বি ভিসার খরচের ভেতরে আইএনএস-এর ফরম ফিলিং ফি বর্তমানে ৬১০ মার্কিন ডলার। এর ভেতরে ৫০০ মার্কিন ডলার প্রদান করবে স্পন্সরকারী। এছাড়া ভিসা প্রোসেসিংয়ে সাধারণত ৪৫ মার্কিন ডলার খরচ হয়।

অব লন্ডন হলো কিছু বিখ্যাত ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমবিএ প্রোগ্রামের জন্য এখানকার সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রিটিশ এমবিএ স্কুলগুলোর খোঁজ নিতে পারেন : www.mba.org.uk সাইটটিতে। ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুবই ব্যয়বহুল। বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে বছরে ন্যূনতম ৫ লাখ ২২ হাজার টাকা আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ৬ লাখ টাকার মতো খরচ করতে হয়। আর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি অপেক্ষাকৃত বেশি।

দৈনন্দিন ব্যয়ও ইউরোপের যে কোনো স্থানের চেয়ে ব্রিটেনে (বিশেষত লন্ডনে) বেশি। এক হিসাবে দেখা যায় একজন ছাত্রকে মানসম্পন্নভাবে ব্রিটেনে থাকতে হলে খরচ করতে হবে প্রায় ৫-৭ লাখ টাকা।

অস্ট্রিয়া : উচ্চ শিক্ষা ফ্রি

ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনা হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় জার্মানিক বিশ্ববিদ্যালয়। এটির ছাত্র সংখ্যা হলো ৯২ হাজার।

নিয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাদের কাছে 'জার্মান ফেডারেল এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি' অথবা সেখানকার 'স্টেট এমপ্লয়মেন্ট অফিস' এর লিখিত পারমিট দেখতে চাইতে পারেন।

ওয়ার্ক পারমিট ও এনট্রেন্স ভিসা

যদি কোনো কোম্পানি আপনাকে চাকরি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান আপনার পক্ষ হয়ে স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট অফিসে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করবে। সেই অফিস প্রথমেই যাচাই করে দেখবে- আপনাকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে সেটি প্রকৃত পক্ষেই জার্মান বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আইটি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয় কিনা। এছাড়া আপনার সম্ভাব্য চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান আপনাকে একজন প্রথম শ্রেণীর জার্মান আইটি এক্সপার্টের মতো বেতন দিচ্ছে কিনা, সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্বও এই এমপ্লয়মেন্ট অফিসের। এই অফিস থেকে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হবার নোটিশ হাতে পেলেই আপনি স্থানীয় জার্মান অ্যাম্বেসি বা কনস্যুলেটে এনট্রেন্স ভিসার জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন আপনার সাপোর্ট যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়।

জার্মান ভাষা শিক্ষা ও বাসস্থান

যেহেতু আপনার কর্মক্ষেত্র আইটিতে সীমাবদ্ধ, সেক্ষেত্রে জার্মান ভাষা চাকরি করার জন্য শিখতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য এই ভাষা জানা থাকলে প্রার্থী হিসেবে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি ইচ্ছুক হন তাহলে ঢাকায় জার্মান ভাষা শিখতে পারেন। ধানমন্ডিতে অবস্থিত জার্মান কালচারাল সেন্টারে অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে আপনি জার্মান ভাষা শিখতে পারেন।

বিবাহিতরা জার্মানিতে তাদের পরিবারকে সঙ্গে করে নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ভিসা প্রসেসিংয়ের সময় দূতাবাস নিশ্চিত হতে চাইবে যে, জার্মানিতে অবস্থানের সময় আপনার পরিবারের জন্য সুষ্ঠু বাসস্থান আপনি ঠিক করতে পেরেছেন কিনা। এ ব্যাপারে আপনার কোম্পানি সাধারণত সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

জার্মানিতে যাচ্ছে কারা?

২০০০ সালের মাঝামাঝি শুরু হওয়া এই প্রোগ্রামের আওতায় ৩১ জুলাই ২০০২ পর্যন্ত মোট ১২ হাজার ৫০০ জন আইটি প্রফেশনাল বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে জার্মানিতে গেছেন। এপ্রিল ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিদেশী আইটি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ৪০%ই আসছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো (যেমন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলেরুশ প্রজাতন্ত্র, রুমানিয়া) থেকে। এশিয়ার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে আছে ভারত। এখান থেকে যাওয়া লোকের সংখ্যা মোট হিসাবে ২০%-এর সমান। বাকি ৪০% লোক আসছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ (যেমন আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া), ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এমনকি কানাডা থেকেও। এসব আইটি কর্মীর ১২% হলো মহিলা। ৯০% ব্যক্তি বিএ, এমএ অথবা সমমানের ডিগ্রি পাস করেছেন আর ৬০% বিশেষজ্ঞই কাজ করছেন মিউনিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্টুটগার্ট, হামবুর্গ, বার্লিন, ডেসডউফ শহরগুলোর ছোট বা মাঝারি আইটি কোম্পানিগুলোতে। এছাড়া এখন পর্যন্ত বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসা জার্মান কোম্পানির সংখ্যা হলো ১৮ শ'। জার্মানিতে অধিকসংখ্যক লোক পাঠানোর জন্য বিভিন্ন দেশই সরকারি পর্যায়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে। শুরুর দিকে ভারত থেকে প্রচুর দ্বিতীয় সারির প্রোগ্রামার জার্মানিতে আসে। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এইচওয়ানবি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় বসবাসের সুযোগকে। তবে মুন্নী সাহা বললেন, অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার প্রোগ্রামারের মধ্যে এখন শুরু হয়েছে ভালো

সাহিত্য, মিউজিক, আর্কিটেকচার এ ধরনের অনেকগুলো বিষয় পড়ানো হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া অস্ট্রিয়ার কিছু প্রতিষ্ঠানের এমবিএ প্রোগ্রামও বিশ্ববিখ্যাত। orawww.uibk.ac.at সাইটটিতে অস্ট্রিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে আরো ভালো তথ্য পাওয়া যাবে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর নির্দিষ্ট কিছু উন্নয়নশীল দেশের জন্য অস্ট্রিয়াতে উচ্চ শিক্ষা ফ্রি। তবে বাকি দেশের ছাত্রদের প্রতি সেমিস্টারে সাধারণত খরচ হয়ে থাকে ১৪ হাজার টাকা। অস্ট্রিয়াতে স্কলারশিপ পাবার রয়েছে অনেক সুযোগ। ফেডারেল স্টেট ছাড়াও মিনিস্ট্রি অব এডুকেশনে আপনি ছাত্রবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। স্কলারশিপের জন্য www.iefa.org, www.mrc.ac.ja/funding/interfund.htm ও www.tgci.com এই ওয়েব সাইটগুলোতে খোঁজ নেয়া যেতে পারে।

সুইডেন : রয়েছে স্কলারশিপ

ধনী দেশ সুইডেনের পড়াশোনা কিন্তু ফ্রি। ইউনিভার্সিটি অব উপ্সালা, কারোলিন্স্ক ইনস্টিটিউট, সুইডিশ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার সায়েন্স-এ প্রতি বছর বহু বিদেশী ছাত্র পড়তে আসে। কেন্দ্রীয়ভাবে সকল সুইডিশ

বিদেশে পড়তে যাবার জন্য পরীক্ষা

TOEFL

যেকোনো পর্যায়ে লেখাপড়ার জন্যই ছাত্রদের টোফেল পরীক্ষা দেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে এই পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটার বেজ্ড হয়ে গেছে। এর ফি হলো ১১০ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৬৪০০ টাকা। টোফেলের সঙ্গেই TWE (Test of Written English) পরীক্ষাটি দিতে হয়। এর জন্য আলাদা কোনো ফি লাগে না। তবে USA, কানাডাসহ অনেক দেশেই TSF (Test of spoken English) পরীক্ষা দেয়া প্রয়োজন স্কলারশিপ নিশ্চিত করতে হলে। এটির ফি হলো ১২৫ ডলার বা ৭২৫০ টাকা। এসব টাকা আপনি ডলার হিসেবে নির্ধারিত অর্থের সঙ্গে ব্যাংক ড্রাফট হিসেবে পাঠাতে পারেন অথবা ক্রেডিট কার্ডও ব্যবহার করতে পারবেন। বিস্তারিত জানতে হরে TOEFL-এর অফিসিয়াল ওয়েব সাইট www.toefl.org ঘুরে আসা ভালো।

USA এবং কানাডার খুব ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে হলে TOEFL-এ ৬০০ বা ২৫০ (৩০০-র মধ্যে নতুন পদ্ধতিতে) পেতে হবে। এছাড়া সেখানকার মাঝারি মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তির ন্যূনতম স্কোর হলো ৫৫০ বা ২১০।

IELTS

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভর্তির জন্য TOEFL পরীক্ষার বিকল্প হলো IELTS। দেশী টাকায় পরীক্ষাটির ফি হলো ৪০০০। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিসে খোঁজ নিতে পারেন। এদের ঢাকা অফিসের ইমেইল হলো- hannan.sarkar@bd.britishcouncil.org এবং চট্টগ্রাম অফিসের ইমেইল অ্যাড্রেস- shamsuddin.shafi@bd.britishcouncil.org। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ন্যূনতম IELTS স্কোর হলো : ১০ এর মধ্যে ৫। আর ৬ এর বেশি পেলে সেই স্কোরকে খুব ভালো হিসেবে রেটিং দেয়া হয়।

SAT

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে আমেরিকা এবং কানাডার ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য SAT পরীক্ষা দেয়া জরুরি। এর ফি হলো ২৫০০ টাকা বা ৪৩ ডলার।

এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে স্যাট 'সাবজেক্ট টেস্ট'ও দিতে হতে পারে। এটির খরচ পড়বে

বেতন আর উন্নত জীবনযাত্রার আশায় জার্মানিতে আসার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা।

বাংলাদেশ ও জার্মান আইটি ভিসা

এতসব হৈ চৈ-এর মধ্যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে যাওয়া আইটি প্রফেশনালের সংখ্যা মাত্র ৩০ এর কোঠায়। পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছে দেশী সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ডাটাসফ্ট। কোম্পানিটির সিইও মাহবুব জামান বলেন, 'প্রথমত জার্মানির একটি কোম্পানির সঙ্গে আমরা যৌথ কিছু ভেঞ্চারে যাই। পরবর্তীতে সেই সূত্র ধরেই অফার আসে আমাদের কোম্পানি থেকে প্রোগ্রামারদের বাইরে নিয়ে যাবার। ডাটাসফ্ট থেকেই প্রথম ৫ জন বাংলাদেশী প্রোগ্রামার জার্মানিতে যায় এই প্রোগ্রামের আওতায় কাজ করতে।' জার্মান দূতাবাসের কাউন্সিলর হারম্যান নিকোলাই বলেন, 'প্রাইভেট ফার্ম থেকে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগেও নিয়মিত আমাদের কাছে এই আইটি ভিসা প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারকেও আমরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছি। এই মুহূর্তে স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানির একজন প্রোগ্রামার জার্মানিতে যাবার ব্যাপারে কাজ করছেন।' তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ থেকে জার্মানি যাবার ব্যাপারে দেশী আইটি সেক্টরে যে ধরনের উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিলো তা হয়নি।

ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ইটালিও হতে পারে আপনার ঠিকানা

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর ভেতরে বিদেশীদের জন্য এখনও খোলা দেশের মধ্যে আছে সুইডেন, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড এবং হল্যান্ড।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যেকোনো দেশের অধিবাসী হলে ফিনল্যান্ডে বিনা বাধায় চলাচল এবং চাকরি করা যাবে। তবে বাইরের দেশ হলে থাকার জন্য প্রয়োজন হবে একটি রেসিডেন্স পারমিট। এই পারমিট পাঁচ বছরের জন্য ভ্যালিড। তবে এটি ফিনল্যান্ডে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই পেতে হবে। দেশের ফিনিশ অ্যাম্বাসির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য জানা যেতে পারে।

ফিনল্যান্ডে কাজের জন্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউরে সাধারণত দুটি কি তিনটি ইন্টারভিউর মুখোমুখি হতে হয়। ফিনিস রিক্রুটারদের কাছে কয়েকটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা হলো সোশ্যাল স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল এবং টিম ওয়ার্ক অ্যাবিলিটি। পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর উভয় ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর ভিন্ন ভিন্ন।

ইমিগ্রেশনের জন্য আইনকানুন এবং প্রক্রিয়ার দিক থেকে অস্ট্রিয়া যদি কাগজপত্র ঠিক থাকে তবে পৃথিবীর যেকোনো দেশের মানুষকেই ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে থাকে।

তবে সাপোর্টিভ ডকুমেন্টগুলো বেশ দীর্ঘ এবং সেগুলোকে জমা দিতে হয় জার্মান ভাষায়। অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়া হয়ে গেলে প্রসেসিংয়ে সাধারণত ৭ সপ্তাহ সময় নেয়। ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্রুভড হয়ে গেলে ক্যান্ডিডেটকে রেসিডেন্স ভিসার জন্য আবেদন করতে হয় অস্ট্রিয়ায় থাকার জন্য এবং কাজ শুরুর জন্য। এক্ষেত্রে দু'ভাবে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যেতে পারে। সরাসরি অন্য কোন অস্ট্রিয়ান কোম্পানির অধীনে চাকরি অথবা অস্ট্রেয়িন কোম্পানিকে সার্ভিস দিচ্ছে এরকম কোন বিদেশী কোম্পানির অধীনে চাকরির জন্য। সাধারণভাবে একজন কর্মীকে কাজের জন্য পূর্বের অভিজ্ঞতা দেখাতে হয়। এটা ৬ থেকে ১২ মাস হতে পারে।

মোবাইল টেলিকম সেক্টরের জন্য সুইডেনকে বলা হয় গ্লোবাল লিডার। দেশটিতে প্রচুর টেলিকমিউনিকেশন ফিল্ডের দক্ষ জনশক্তি বিশেষ করে প্রকৌশলীর চাহিদা রয়েছে। তবে সুইডেনের ট্যাক্স রেট অনেক বেশি। এটি অবশ্য পরিহার করা যায় যদি বছরে ১৮০ দিনের

কতগুলো বিষয়ের ওপর পরীক্ষা দেবেন তার ওপর। ১টি বিষয়ে স্যাট সাবজেক্ট দিতে লাগবে ৩৮ ডলার বা ২২০০ টাকা, ২টি দিলে পড়বে ২৬০০ টাকা আর ৩টি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রায় ৩০০০ টাকা। SAT পরীক্ষার জন্য www. college board.com সাইটটি দেখতে পারেন।

GRE

সায়েন্স বা আর্টসে গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে বাইরে পড়তে হলে এই পরীক্ষাটি দেয়া জরুরি। শুধু আমেরিকা বা কানাডাই নয়, ইউরোপের দেশগুলোও ভর্তির ক্ষেত্রে এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। GRE পরীক্ষার ফি সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ১৩০ ডলার বা ৭৬০০ টাকা। অক্টোবর থেকে ফি আরো ১০ ডলার বেড়ে যাবে। SAT-এর মতো GRE-র ও সাবজেক্ট টেস্ট রয়েছে। বিশেষত পিএইচডি স্টুডেন্টদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা দেয়া জরুরি। প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ১৫০ ডলার বা প্রায় ৯০০০ টাকা দিতে হয়। GRE-র অফিসিয়াল সাইট হলো :

www.gre.org.

GMAT

যেসব ছাত্র গ্র্যাজুয়েট লেভেলে বিজনেস বিষয়ক লেখাপড়া করতে চাচ্ছেন তাদেরকে সাধারণ GMAT দিতে হবে। ইউরোপের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়াতে এসব বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই GMAT দেয়া বাধ্যতামূলক না হলেও ক্রেডিবিলিটি বাড়ানোর জন্য পরীক্ষাটি দিয়ে রাখা ভালো। GMAT পরীক্ষার ফি হলো ২০০ ডলার বা প্রায় ১২০০০ টাকা। GMAT-এর জন্য www.gmac.com-এ **খোঁজ নিতে পারেন।**

এছাড়া TOEFL, SAT, GRE, GMAT পরীক্ষাগুলোর খবরের জন্য আপনি www.ets.ong-এ সাইটটিও ভিজিট করতে পারেন। বর্তমানে এসব পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারভিত্তিক এবং বাজারে এগুলোর সাহায্যকারী প্রচুর অফিসিয়াল ও আন অফিসিয়াল সাইড বই এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সিডি পাওয়া যাচ্ছে। আর এ পরীক্ষাগুলোর ফরম পাবেন ইউএসআইএস-এর অফিস থেকে। এদের ঢাকাস্থ অফিসের ঠিকানা হলো :

USIS Educational Advising Center, Momenshahi House, House # 110, Road # 27, Banani Model Town, Dhaka, Bangladesh, Phone : 8813440-4, email : Shdhaka@pd.state. gov

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্য পাবেন www.hsv.se/english/students/address.html.

খাওয়ার খরচ সুইডেনে অনেক চড়া। মাসে ১৩ হাজার টাকা এর পেছনেই চলে যেতে পারে। সব মিলিয়ে একজন মানুষের সুইডেনে ভালোভাবে থাকতে বছরে প্রয়োজন প্রায় ৪ লাখ টাকা।

পড়াশোনার জন্য সাধারণত সুইডেনে কোনো টাকা দিতে হয় না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য প্রতি সেমিস্টারে খরচ হতে পারে ৮১ হাজার থেকে ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা। সুইডিশ সরকার অবশ্য বিদেশী ছাত্রদের জন্য প্রচুর স্কলারশিপের ব্যবস্থা রেখেছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্যাবলীর ব্যাপারে বাংলাদেশের সুইডিশ অ্যাম্বেসির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

নেদারল্যান্ড

বর্তমান সময়ে ফুটবল কোচ গাস হিদিংকের কারণে জনপ্রিয় নেদারল্যান্ডে আপনি প্রকৌশল, আইন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি কিংবা বিবিএ/এমবিএ পড়তে পারেন। দেশটির উচ্চ শিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানের খবর পাবেন www.nuffic.nl ওয়েব সাইটটিতে। এমনিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য ভালো

বেশি কেউ সুইডেনে না অবস্থান করে।

ইটালিতে বাংলাদেশীসহ তৃতীয় বিশ্বের যতো লোক কাজের জন্য যায় তাদের একটা বড় অংশই বেআইনিভাবে কাজ করে থাকে। এদেশে বিদেশী কর্মীর সংখ্যা ১ মিলিয়নের মতো। ইটালিতে কাজ খুঁজতে আপনি বিভিন্ন জব সাইটের সাহায্য নিতে পারেন। যেমন- www.lavoroturismo.it, www.bancalavono.it, www.bestjob.it, www.jobitaly.it, www.jobline.it, www.monster.it ইত্যাদি। এছাড়া বৈধভাবে ইটালিতে কাজ করতে হলে মিনিস্ট্রি অব লেবার এন্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ারসের সঙ্গে যোগাযোগ থাকাটাও জরুরি। এটির ওয়েব অ্যাড্রেস হলো- www.minlavoro.it.

কানাডা : নতুন ইমিগ্রেশন রেগুলেশন আইন

একটা সময় ছিলো যখন যারা আমেরিকার হাই এন্ড ফাস্ট লাইফের বিকল্প অথচ চাকরির নিশ্চয়তা চাইতো তখন তাদের পছন্দের প্রথমে ছিলো কানাডা। কানাডার ইমিগ্রেশন আইনও ছিলো যথেষ্ট খোলামেলা।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রতিবেশী কানাডার অর্থনীতি বেশ শক্তিশালী হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রোফেশনালদের জন্যই কানাডা আদর্শ। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে কানাডাকে বসবাস করার জন্য বিশ্বের ভেতরে অন্যতম সেরা জায়গা হিসেবেও চিহ্নিত করেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে। সম্প্রতি ২০০২ সালের জুনের ১১ তারিখে কানাডায় নতুন ইমিগ্রেশন রেগুলেশন চালু হয়েছে যার ফলে বিদেশীদের জন্য কানাডায় প্রবেশ অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। একেবারে চাকরি নিশ্চিত হওয়া অথবা নিজস্ব আপন আত্মীয় না থাকলে এখন কানাডায় জব ভিসা পাওয়া অনেকাংশেই অসম্ভব হবে। নতুন ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের নাম্বারিং সিস্টেমে নাম্বার প্রদান করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ভিত্তিতে যেমন শিক্ষা, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল, ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স। সম্ভাবনার তালিকায় থাকতে হলে ইমিগ্রেন্ট ইচ্ছুকদের অবশ্যই ৭৫ নাম্বার পেতেই হবে পাস করার জন্য। নতুন আইনে শিক্ষা এবং কানাডায় জব অফার এই দুটিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

কানাডার ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের এক মন্তব্যে জানানো হয়েছে, এই নতুন আইনের ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন ভার্চুয়ালি প্রায় বন্ধই হয়ে যাবে। যদিও নার্সিং থেকে আরম্ভ করে আরো অনেক পেশাতেই কানাডায় দক্ষ প্রোফেশনালদের চাহিদা রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে আগামীতে আরো জনশক্তির প্রয়োজন হবে কানাডায় এরকম সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো হলো এ্যাপ্লাইড সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিস্টেম এনালিস্টস, বিজনেস, ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, একাউন্টেন্টস, শিক্ষক, রিসার্চার এবং কনসালটেন্ট। উচ্চ শিক্ষার জন্য এখনও কানাডার দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। বাংলাদেশ থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের পরেও অনেকেই উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডায় যাওয়া অব্যাহত রেখেছে।

অস্ট্রেলিয়া : কাজ নেই, আছে বেকার ভাতা

বিশাল দেশ অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ আগ্রহের একটি দেশ হলেও কাজের জন্য বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। শিক্ষিত অনেক তরুণই অস্ট্রেলিয়ায় কাজের আশায় গিয়ে থাকলেও চাকরির বাজার মন্দা হওয়ার কারণে বেকার ভাতার ওপরেই তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। আর যারা প্রোফেশনাল চাকরি খুঁজে নিতে পারছে না তাদের জন্য 'অড জব' বা ছোট কাজের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া একটি ওয়েলফেয়ার দেশ হওয়ায় দুই বছর থাকার পরে ইমিগ্রান্টদের রাষ্ট্র

বিভিন্ন দেশে প্লেনে যাওয়া-আসার খরচ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	প্রায় ৭০,০০০ টাকা
কানাডা	প্রায় ৭৫,০০০ টাকা
অস্ট্রেলিয়া	প্রায় ৪৭,০০০ টাকা
জার্মানি/ইংল্যান্ড/	৫৮,০০০ টাকা
ইউরোপের অন্যান্য দেশ	
জাপান	প্রায় ৫০,০০০ টাকা
চীন	প্রায় ৪৬,০০০ টাকা
দক্ষিণ আফ্রিকা	প্রায় ৫০,০০০ টাকা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ডেল্‌ফ্ট, টুয়েন্টে এবং আইন্ডহোভেন। লেইডেন এবং রটেরডাম ইউনিভার্সিটি আইন, অর্থনীতি এবং বিজনেস-এর জন্য জনপ্রিয়। এমবিএ প্রোগ্রামের জন্য www.mba.unimaas.nl, www.fbk.eur.nl ওয়েব সাইটগুলোও ব্রাউজ করতে পারেন।

নেদারল্যান্ডে পড়াশোনা করার খরচ অন্যান্য দেশের চেয়ে কিছুটা বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে খরচ পড়ে ৯৪ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা। আর এমবিএ যদি করতে চান তাহলে ৬ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা আপনার পকেটে থাকতে হবে।

ডাচ সরকার অবশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ছাত্রদের জন্য নেদারল্যান্ড ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এসব স্কলারশিপের জন্য বাংলাদেশী শিক্ষা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর ডাচ্ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এ ছাড়া ছাত্ররা হাইজেন্‌স স্কলারশিপ এবং বিভিন্ন সরকারি বৃত্তির জন্যও আবেদন করতে পারেন। থাকা-খাওয়ার জন্য নেদারল্যান্ডে একজন ছাত্রের বছরে ৪ লাখ টাকার মতো খরচ হয়ে থাকে।

নরওয়ে : শিক্ষা ফি তবে জীবন যাত্রায় খরচ বেশি

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এই দেশটির সবচে' বড় এবং পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় হলো ইউনিভার্সিটি অব অস্‌লো। এছাড়াও বার্গেন, ট্রমসো বিশ্ববিদ্যালয় এবং নরওয়েজিয়ান ইউনিভার্সিটি অব টেক্‌নোলজি ট্রন্ডহেম বেশ বিখ্যাত। বিষয় ভিত্তিক পড়াশোনার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আর্ট অব বার্গেন, ওস্‌লো স্কুল অব আর্কিটেকচার, নরওয়েজিয়ান স্টেট একাডেমী অব মিউজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে খোঁজ নিতে পারেন। www.siu.no/vev, nsf/start/english সাইটে নরওয়ের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য পাওয়া যাবে। নরওয়েতে শিক্ষার সব খরচ সাধারণত সরকার বহন করে থাকে। তবে ছাত্রদের প্রতি সেমিস্টারে ২২০০ টাকা স্কুল ফি হিসেবে দিতে হয়। QUOTA প্রোগ্রামের আওতায় নরওয়ে সরকার ভারত, তুরস্ক, রুমানিয়াসহ বেশ কটি দেশের ছাত্রদের পড়াশোনা আর জীবনযাত্রার অন্যান্য খরচ মেটাতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ অবশ্য এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবুও এদেশ থেকে কেউ মাস্টার্স প্রোগ্রাম নরওয়ের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে চাইলে NORAD (Norwagian Agency for Development Cooperation)-এর বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনাকে সবরকম তথ্য দেবে স্থানীয় নরওয়েজিয়ান দূতাবাস। এখানে থাকা-খাওয়ার খরচ অবশ্য একটু বেশিই। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিসাবে বলা হয়েছে একজন ছাত্রের বাংলাদেশী ৩৫ হাজার টাকা লাগবে গোটা মাসের খরচ চালাতে।

তুরস্ক : সুযোগ আছে এখানে

প্রগতিশীল ও মুসলিম দেশ তুরস্কে অনেক বাংলাদেশী ছাত্র পড়াশোনা করছেন। এখানকার ৭১টি ইউনিভার্সিটির মধ্যে ৫৩টি সরকারি এবং ১৮টি ব্যক্তি মালিকানাধীন। আঙ্কারা ইউনিভার্সিটি (www.ankara.edu.tr) আতাতুর্ক ইউনিভার্সিটি (www.ata.uni.edu.tr) এবং ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি (www.istanbul.edu.tr)

থেকে আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের মাধ্যম অর্থ প্রদান করা হয়। ইমিগ্রেশনের জন্য বিভিন্ন প্রোফেশনের ডিগ্রিধারীদের প্রথমে সেখানকার ডিগ্রি অ্যাসেসমেন্ট বোর্ডের মুখোমুখি হতে হয়। এখানে প্রোফেশনাল বডি নির্ধারণ করে ঐ প্রোফেশনের জন্য তার অবস্থান কেমন এবং তার যোগ্যতার ভিত্তিতে তাকে স্কোর দেওয়া হয়। ডিগ্রি অ্যাসেসমেন্টে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবং প্রোফেশন যদি অস্ট্রেলিয়ার জন্য ডিম্যান্ডিং ফিল্ড হয় তবে ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে। সাধারণত অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেলে অ্যাপ্লাই করলে ৮ সপ্তাহ সময় লাগে ডিগ্রি পেতে।

সার্বিকভাবে অস্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে প্রোফেশনাল চাকরির জন্য কয়েকটি ক্ষেত্র এখনও বেশ সম্ভাবনাময়। এগুলো হচ্ছে একাউন্টিং ও ফাইন্যান্স সেক্টর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল। অস্ট্রেলিয়ায় রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রটি খুব সীমিত হওয়ায় সেদিকে সম্ভাবনা খুব ভালো নয়। একমাত্র এগ্রিকালচার এবং মেডিসিনে উল্লেখযোগ্য কিছু রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। মেডিকেল সেক্টরে অস্ট্রেলিয়ায় দক্ষ জনশক্তির অভাব তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। কারণ সেখানকার মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এক্স্যামগুলো এতদিন খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে পাস করা ডাক্তার বের হওয়ার হার ছিলো কম। এখন বাইরের ডাক্তাররা আউটব্যাকে তিন বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করলে ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। এজন্য ডাক্তারদের স্ট্যান্ডার্ড এক্সামের মুখোমুখি হয়ে দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয়। তবে আগের তুলনায় এখন স্ট্যান্ডার্ড এক্স্যাম অনেক সহজ করে দেওয়া হয়েছে ডাক্তারদের সংকট কাটিয়ে উঠতে।

এখানকার জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকরণের ভেতরে একমাত্র খাবার তুলনামূলক সস্তা। তবে ট্রাভেল এবং জীবন যাপন খরচটা খুব বেশি। অস্ট্রেলিয়ার বুমিং সেক্টর বলতে হাউজিং একটা বড় সেক্টর। এ কারণেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ভালো সম্ভাবনা রয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে। অ্যাকাউন্ডিং-এর পড়ালেখা করতে চাইলে অস্ট্রেলিয়া উপযুক্ত। কারণ এ বিষয়ে পড়ালেখা শেষ করলেই আপনার চাকরি পেতে কোনো অসুবিধাই হবে না। এ বিষয়ে আগ্রহীরা সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন।

আইটিতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী বিগত ৩ কিংবা ৫ বছরের জন্য পড়াশোনা করতে গেলেও সার্বিকভাবে আইটির অবস্থা বর্তমানে একেবারেই ভালো নয়। আইটিতে চাকরির বাজার মারাত্মক মন্দা। যেসব ছাত্রছাত্রী বিদেশ থেকে আইটিতে পড়তে এসেছে তারা নিজেরাই সেখানকার জব মার্কেটে জায়গা খুঁজে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং একই অবস্থা স্বয়ং অস্ট্রেলিয়ানদেরও।

মূলত অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতেই এখন সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশীর বাস। এর অন্যতম মূল কারণ হলো অড জবের সুবিধা। সিডনির বাইরে অন্য কোথাও অড জব পাওয়ার সুযোগ কম। চলতি ভাষায় অড জব বা ছোটখাটো নন-প্রোফেশনাল কাজের ভেতরে প্রধানত চারটি ক্যাটাগরি আছে অস্ট্রেলিয়ায়।

এগুলো হলো : রেস্টুরেন্টে বা ফাস্টফুড দোকানে কিচেন হ্যান্ড (যা অন্যতম কষ্টকর একটি কাজ), ক্যাশ কাউন্টার, ওয়েটিং, সার্ভিং ইত্যাদি; ক্লিনিংয়ের কাজ, ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন ধরনের প্রোসেস লাইনের কাজ, সিকিউরিটির কাজ। এছাড়া নন প্রোফেশনাল কাজের ভেতরে টাকা বেশি পাওয়া যায় ট্যাক্সি ড্রাইভে। তবে ট্যাক্সি ড্রাইভের জন্য সরাসরি লাইসেন্স পাওয়া যায় না। বিভিন্ন টেস্ট দেওয়ার পরে ১ বছরের ড্রাইভিং অভিজ্ঞতার পরেই কেবল ট্যাক্সি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয় অস্ট্রেলিয়াতে। তবে অনেক বাংলাদেশীই ভালো রোজগার করছেন ট্যাক্সি ড্রাইভ করে এমনটা জানা গেছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে কথা বলে।

নিউজিল্যান্ড : লাইফ স্টাইল জমিদারের

হলো এখানকার বিখ্যাত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এগুলোতে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম মূলত তুর্কি ভাষা। তবে বোগাজিসি (www.boun.edu.tr) এবং বিল্কনেট (www.bilknet.edu.tr) ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি পড়াশোনার মাধ্যম হিসেব ব্যবহৃত হয়। আরো ভালোমতো খোঁজখবর করতে হলে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.yok.gov.tr)-এ ঘুরে আসতে পারেন। এখানকার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরে ৩৮ হাজার থেকে ৮২ হাজার টাকা ফি হিসেবে দিতে হয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খরচ অবশ্য বেশি। ৩ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ৭ লাখ পর্যন্ত বাৎসরিক টিউশন ফি নির্ধারিত আছে এসব প্রতিষ্ঠানে। তুরস্কে সরকারি বৃত্তি পেতে হলে বাংলাদেশী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় তুর্কি দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

দৈনন্দিন খরচ অবশ্য ইউরোপিয়ান দেশ হিসেবে তুরস্কে অনেক কম। একজন ছাত্র বছরে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা খরচ করে আরামে থাকতে পারবেন।

জাপান : স্কলারশিপ একমাত্র ভরসা

জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে যাতে প্রচুর বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর পড়তে আগে, সে জন্য আশির দশকের প্রথম থেকেই জাপানি সরকারগুলো কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতমানের শিক্ষার কারণে এখানে পড়তে আসা বিদেশী শিক্ষার্থীরা জাপানকে আমেরিকার পরই দ্বিতীয় উপযোগী দেশ বলে মনে করে। এসব মিলিয়ে ভাষা সমস্যা থাকার পরও প্রতিবছর এদেশ থেকে স্কলারশিপ নিয়ে প্রচুর মেধাবী ছাত্র জাপানে যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য। স্কলারশিপের কথা আসছে, কারণ এমনিতে জাপানিজ শিক্ষার খরচ অত্যন্ত বেশি। জীবন যাপনের ব্যয়ও আকাশ ছোঁয়া। তাই বিদেশী স্টুডেন্টদের আকৃষ্ট করতে জাপান সরকারের সরাসরি এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এগুলোর মধ্যে জাপান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনবুশো বৃত্তি, গাকুশো শোবেশি (অনার্স স্কলারশিপ), AOTS (এসোসিয়েশন ফর ওভারসিজ টেকনিক্যাল স্কলারশিপ)-এর পোস্ট স্টাডি স্কলারশিপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জাপানি দূতাবাসের এডুকেশন অ্যাডভাইজার হাসিনা ফেরদৌসীর প্রদত্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত এক বছরে গ্র্যাজুয়েট লেভেলে জাপানে মনবুশ বৃত্তি নিয়ে পড়তে গেছেন ১৫/১৬ জন, AYF (এশিয়ান ইয়ুথ ফেডারেশন)-এর বৃত্তি পেয়েছেন ২ জন আর জায়কার স্কলারশিপ পেয়ে জাপান গেছেন ১ জন। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি এবং পরীক্ষা নিয়ে নির্বাচন করা হয় আগ্রহী ছাত্রদের। তবে মূল পর্বের সিলেকশন করে থাকেন জাপানি কর্তৃপক্ষ। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ১১ সেপ্টেম্বরের বিপর্যয়ের পর জাপানি বৃত্তির ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ অনেকাংশে বেড়ে গেলেও চলতি বছরে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে বৃত্তি পাওয়া ছাত্রের সংখ্যা কমে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। হাসিনা ফেরদৌসী বললেন, 'এমন নয় যে জাপান সরকার এদেশী ছাত্রদের বৃত্তি দিতে চায় না। বরং বৃত্তির সিলেকশনের পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলই এসব স্কলারশিপ না পাবার মূল কারণ।' তবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ব্যক্তিগতভাবে জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রফেসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের রেকোমেন্ডেশন লেটার বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়েও জাপানি বৃত্তির জন্য আবেদন করা যায়।

শিক্ষার খরচ জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম। তবে সাধারণত একজন ছাত্রের বাৎসরিক খরচের পরিমাণ হতে পারে এরকম: গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে : সাড়ে ৩ লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় : ৩ লাখ ৪০ হাজার থেকে ২৩ লাখ টাকা, জুনিয়র কলেজ : ২ লাখ ৩০ হাজার থেকে ৬ লাখ টাকা

নিউজিল্যান্ডে মূল বুমিং সেক্টর দু'টি ট্যুরিজম এবং ফার্মিং। হোটেল ম্যানেজমেন্ট থেকে আরম্ভ করে অনুরূপ পেশায় দক্ষদের জন্য এখানে কাজের সুবিধা রয়েছে। এছাড়া নিউজিল্যান্ডে জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণে সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কম। চাকরির সুযোগও তাই সীমিত। অনেকে অবশ্য নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার পরে অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসার প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রচুর বাংলাদেশীর ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে যারা প্রথমে নিউজিল্যান্ডে ভিসা নিয়ে গেলেও পরে চাকরির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় চলে এসেছে এবং সেখানেই সেটেলড হয়েছেন। যারা ভালো প্রোফেশনালে নিউজিল্যান্ডে চাকরি পেয়ে গেছেন তাদের দিন অবশ্য ভালোই কাটছে নিউজিল্যান্ডে। অনেকে বিশাল জায়গায় জমি কিনে নিজস্ব বাড়ি, আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদির মালিক হয়ে রীতিমতো জমিদারের মতো লাইফস্টাইল লিড করতে পারছেন।

এখন নিউজিল্যান্ডে ইমিগ্রেন্টের নিয়মে কিছু পরিবর্তন এসেছে। নিউজিল্যান্ডের ইমিগ্রেশন সার্ভিস সম্প্রতি এক ঘোষণায় জানিয়েছে যে, জেনারেল স্কিল ক্যাটাগরিতে যারা স্থায়ীভাবে নিউজিল্যান্ডে বসবাস করতে আগ্রহী তাদেরকে মোট ২৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে, যেখানে আগে সংগ্রহ করতে হতো ২৫ পয়েন্ট। তবে ১৮ জুন ২০০২-এর আগে যারা আবেদন করেছে তাদেরকে ২৫ পয়েন্টই সংগ্রহ করতে হবে।

জাপান : আটটি সেক্টরে সুযোগ

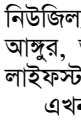

এশিয়ার অর্থনীতির প্রধান শক্তি জাপানে অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশীরা যাচ্ছে কাজের সন্ধানে উন্নত জীবন যাপনের আশায়। সে দেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া বাংলাদেশীর সংখ্যাও কম নয়। তবুও সম্প্রতি জাপানিজ আইসিটি সেক্টরের বিশাল কর্মী চাহিদা বিশ্বব্যাপী আইটি প্রফেশনালদের জাপানে কাজ করবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার কমবেশী সুযোগ নেয়া শুরু করেছে বাংলাদেশও। সম্প্রতি ৮ জন বাংলাদেশী আইটি প্রফেশনাল চাকরি নিয়ে গেলো জাপানে। বিখ্যাত জাপানি আইটি কোম্পানিগুলোতে (KKLABROS, ISF net, ANK) চাকরি পেতে তাদের সাহায্য করেছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিজেআইটি (বাংলাদেশ জাপান ইনফরমেশন টেকনলজি)। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে কথা হলো বিজেআইটি'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানজার আহ্মেদুল ইসলাম বাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'এই ক'বছরে জাপানি আইটি শিল্পে প্রায় ৩ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী এই অর্থনৈতিক মন্দা চলতে থাকলেও দুই তিন বছরের মধ্যে এই আইটি ভিত্তিক চাকরির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০ লাখে। কর্মক্ষেত্রে এই বিশাল শূন্যতা দূর করতে জাপানি সরকার তাই বাইরের দেশ থেকে অভিজ্ঞ লোকদের চাকরি দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী। বিজেআইটি এই সুযোগই গ্রহণ করতে চাইছে।'

বিজেআইটি'র পাঠানো ৮ জনের দলটিতে ছিলো ১ জন ম্যানেজার এবং ৭ জন ডেভেলপার। এদের মধ্যে ২ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ৩ জন বুয়েটের, ১ জন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর ১ জন পড়াশোনা শেষ করেছেন ভারতের মাদ্রাজে। এরা সবাই কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন এবং দেশী আইটি কোম্পানিগুলোতে কাজের অভিজ্ঞতা ছিলো বেশ কয়েক বছরের। তবে আপনার পড়াশোনা আইটি বিষয়ক না হলেও জাপানে এ ধরনের চাকরির জন্য আপনি আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের ওপর আপনার দখল এবং পেশাদারী উৎকর্ষতার প্রমাণ দিতে হবে। বিজেআইটি'র নতুন যে ৪ জনের আইটি ডেভেলপার টিম চাকরি নিয়ে জাপান যাচ্ছে, তারা এদলের অন্তর্ভুক্ত। তবে সেদেশে চাকরি করতে হলে এ ধরনের একাডেমিক আর প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াও প্রয়োজন জাপানি ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান। আহ্মেদুল ইসলাম বাবু'র

জাপানে পড়াশোনা বা অন্যকোনো বিষয়ে জানতে হলে পান্থপথের 'জাপানিজ ইউনিভার্সিটি এলুমনি এসোসিয়েশন' (ফোন-৯১৪২৭৯২)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া আরো কিছু জরুরি ঠিকানা হলো :

Japanese Government (Monbusho) Scholarship
Admin. Section, Student Exchange Division.
Science & International Affairs bureau
3-2-2 Kasumigaseti,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0013

বিস্তারিত তথ্যের জন্য
The Asso. of Int'l Education, Japan
4-5-29, Komaba
Meguro-Ku, Tokyo 153-8503
Fax : 03 5454-5234 http://www. aiej.or.jp

Post study Technical Traines
AOTS (Association for overseas Technical Scholarship)
C/O Asso. of int'l Education, Japan.

চীন : জনপ্রিয় ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়

মহানবী (সাঃ)-এর মতে- 'প্রোগ্রামিং-এর ভাষা তো আর জাপানি নয়, তাই সিওরেটিক্যালি আইটি ডেভেলপমেন্টের কাজে ইংরেজি জানাই যথেষ্ট। কিন্তু এমপ্লয়ার আপনার কাছ থেকে কি কি ধরনের প্রোডাক্ট চাচ্ছে বা আপনার কাজে কোনো সমস্যা আছে কিনা এ ধরনের সব যোগাযোগ করতে অবশ্যই জাপানি ভাষা জানতে হবে।'

মোটের ওপর জাপানের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলে জাপানি ভাষা শেখার বিকল্প নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, জায়কা এলুমনি ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার এবং চট্টগ্রামের নিপ্পন একাডেমীতে জাপানি ভাষার ওপর কোর্স করানো হয়। এছাড়া বিজেআইটি তাদের আইটি ট্রেনিং কোর্সের পাশাপাশি জাপানি ভাষা শিক্ষাও দিয়ে থাকে।

জাপানে আইটি বা অন্য কোনো সেক্টরে কাজ খোঁজার জন্য অনলাইন জব সাইটগুলোর সাহায্য নিতে পারেন। এমনই কিছু সাইট হলো- এপ্রিল ইন্টারন্যাশনাল (www.aprilinternational.com), জব্স ইন জাপান (www.jobsinjapan.com) এবং ওভারসিজ ডাইজেস্ট (www.overseasdigest.com)। এছাড়া দেশী যেসব কোম্পানির সঙ্গে জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে এবং যারা বিভিন্ন ধরনের জাপান ভিত্তিক প্রোডাক্ট (আইটি বা অন্যান্য) ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে জড়িত, তাদের কাছেও খোঁজ নেয়া যেতে পারে। জাপানি আইটি সেক্টরে এন্ট্রি লেভেলে মাসিক ন্যূনতম ৮৭ হাজার টাকা বেতন দেয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে বছরে দু'বার বোনাসের সুবিধা। তবে এদেশে বসবাসের খরচ খুব বেশি। বাসা ভাড়া, খাবার, যানবাহন আর অন্যান্য খরচ মিলিয়ে মাসে প্রায় ৮১ হাজার ২ শ' টাকা খরচ হতে পারে।

জাপানি ভিসা ইস্যুর সব দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশের জাপানিজ এজেন্সি। কোনো জাপানি কোম্পানির নিয়োগপত্র নিয়ে আপনি ভিসার আবেদন করতে পারেন। ওয়ার্কিং ভিসা দেয়া হয়ে থাকে শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, বিজনেস ম্যানেজার, গবেষক ইত্যাদি ১৪টি ক্যাটাগরিতে। ইস্যুকৃত ওয়ার্কিং ভিসার মেয়াদ ১ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনে এই মেয়াদ বাড়ানো যায়। আইটি ছাড়াও ব্যাংকিং সেক্টরে অভিজ্ঞ এবং চৌকস বিদেশী প্রফেশনালদের রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা।

চীনের নতুন আইটি প্রোফেশনাল গ্যাপ

সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে যে আগামী পাঁচ বছরে পুরো চীনে প্রায় ৫০ হাজার আইটি প্রোফেশনালের প্রয়োজন হবে। দিনে দিনে চীন এক বিরাট অর্থনৈতিক এবং নলেজ সুপার পাওয়ারে পরিণত হচ্ছে যার প্রেক্ষিতে চীনে আইটি থেকে আরম্ভ করে কাঠামোগত উন্নয়নে প্রচুর দক্ষ প্রোফেশনালদের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। আগামী পাঁচ থেকে দশ বছর চীনের উন্নয়নের জন্য বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় হওয়াতে তারা নিজেদের দেশের এক্সপার্টিজের পাশাপাশি বাইরের এক্সপার্টিজও কাজে লাগাতে আগ্রহী। এজন্য সরকারী পলিসিতেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

উন্নতমানের রিসার্চ ফান্ডিং, সাবসিডাইজড হাউজিং এবং রিল্যাক্স রেসিডেন্সি পারমিটের সুবিধা এই নতুন পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অন্যতম। বহি:বিশ্ব থেকে আইটি ট্যালেন্ট এবং অন্যান্য প্রোফেশনালদের চীনের মাটিতে কাজের সুযোগ করে দিতে চীনও এখন আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং তাদের প্রথাগত রক্ষণশীলতার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। এই সুযোগ ইচ্ছা করলে আমাদের দেশের ব্যবসায়ী এবং আইটি প্রোফেশনালরাও গ্রহণ করতে পারেন।

টিপস্ এন্ড ট্রিকস্ : বিদেশ যাত্রা

বর্তমানে বিদেশে চাকরির জন্য যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো কোনো কোম্পানির সঙ্গে চাকরির ব্যাপারে কাগজপত্র ফাইনাল করার পরে যাত্রা করা। তবে এটি সবার ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। আসুন দেখা যাক কাজ ছাড়া আপনি বিদেশে পৌঁছে গেছেন এরকম পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত সেই সম্পর্কে কিছু টিপস জেনে নেওয়া যাক।

আপনার গন্তব্য সম্পর্কে ঠিকঠাক জেনে নেওয়া

যে দেশেই আপনি যান না কেন সেখানকার কালচার, চাকরির মার্কেট, প্রোফেশনাল বা নিজস্ব ফিল্ডের সঠিক চাকরি না পেলে অড জবের সুযোগ কি কি আছে তা জেনে না নিলে পরে পস্তাতে হতে পারে। এছাড়া দেশের ভাষা, জব ইন্টারভিউ এটিকেট ইত্যাদি না জানা থাকলে কাজ পেতে দারুণ সমস্যা ভোগ করতে হতে পারে।

অ্যাডভান্সড নেটওয়ার্ক

যাওয়ার ঠিক আগে চেক করে নেওয়া উচিত আপনার কাছে ঠিকানা ঠিক ঠিক আছে কি না। প্রথমে হলো গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে যে বা যার কাছে আপনি উঠবেন। দেশটিতে পরিচিতজন কেউ থাকলে তাদের সঠিক অ্যাড্রেসগুলো জেনে নিতে ভুললে চলবে না। যদি সম্ভব হয় সেই দেশটিতে বাংলাদেশের সরকারি অ্যাম্বাসি বা অন্য কোনো প্রতিনিধি থাকলে সেই অফিসের ঠিকানা।

আপনার টাকা কতদিন চলবে

যদি আপনি পুরোপুরি চাকরি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই ভিন্ন দেশে পা দিতে বাধ্য হন তবে আগে থেকে অন্তত তিন মাস কোনো চাকরি ছাড়াই চলে যাবে এ রকম পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে রাখুন। তবে এর পরিমাণ ছয় মাসের হলে সবচেয়ে ভালো হয়। বাইরে থেকে কখনো কখনো মনে হতে পারে কিছু একটা করে চালিয়ে নেওয়া যাবে কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারে। যে দেশে আপনি যাচ্ছেন সেখানকার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, থাকার খরচ, খাবার এবং যাতায়াত ইত্যাদি কেমন এক্সপেনসিভ সে সম্পর্কে আইডিয়া করে তবেই অগ্রসর হওয়া ভালো। এজন্য

সবচেয়ে ভালো হয় সেখানে অবস্থানকারী অভিজ্ঞ কারো সঙ্গে আগে থেকে চিঠি বা ই-মেইলের মাধ্যমে এ ব্যাপারগুলো জেনে নেওয়া।

যেকোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা

আপনি যদি প্রোফেশনাল চাকরির চেয়ে কায়িক পরিশ্রমের কোনো কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ পাড়ি দিতে চান তবে যেকোনো ধরনের চাকরির জন্যই প্রস্তুত থাকুন। হতে পারে চাকরিটি ধনাঢ্য ব্যক্তির কুকুর বিকেল বেলা হাঁটানোর অথবা চাইল্ডকেয়ার অথবা রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন। তবে এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে, আপনাকে মাসের পর মাস ঐ কুকুর হাঁটিয়ে বেড়ানোর চাকরিই করে যেতে হবে। সাধারণত বিদেশে কাজের সুযোগ খুব খোলা থাকে তাই নিজে যদি উচ্চাভিলাষী হয়ে থাকেন তবে আরো উন্নততর চাকরি সহজেই খুঁজে নিতে পারবেন। তবে শুরুতে যে ধরনের কাজের সুযোগই আসুক না কেন তা গ্রহণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এক্সিট স্ট্র্যাটেজি গুছিয়ে রাখা

রিস্ক নিয়ে অচেনা দেশে আসার আগে রোমান্টিক সব স্বপ্ন যদি কঠোর বাস্তবতায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় তবে আপনার স্ট্র্যাটেজি কি হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন। যদি আপনি অবৈধভাবে কোনো দেশের ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই কাজ করতে চান এবং হঠাৎ করেই পুলিশের কর্মতৎপরতার জন্য হাইডআউটে যেতে বাধ্য হন তবে বিকল্প অন্য কোনো দেশে যাওয়ার সুযোগ আছে কিনা তা জেনে নিন। বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটি বেশি প্রযোজ্য। এই মহাদেশের দেশগুলো ছোট ছোট এবং এক দেশের বর্ডার পেরিয়ে অন্য দেশে প্রবেশ করা অনেক ক্ষেত্রে খুব অসম্ভব কিছু না। এ ক্ষেত্রে আপনার ভূগোলের জ্ঞানটি শানিয়ে নিন। যে দেশে যাচ্ছেন তার আশপাশে কোন কোন দেশ আছে সেটিও জেনে নিতে পারেন।

উল্লেখিত জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূরতম দেশ চীন আজ আর তেমন অগম্য নয়। প্রতিবছরই অনেক বাংলাদেশী ছাত্র চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে যাচ্ছে।

www. chinatoday. com/edu/a01.htm হলো চীনের ইউনিভার্সিটিগুলো সম্পর্কে জানার সবচেয়ে ভালো ওয়েবসাইট। ইউনিভার্সিটি অব পিকিং, কুইংহাই, ইউনিভার্সিটি অব কমিউনিকেশন অব জিওয়ান, ঝেইজং এবং নানজিং হলো চীনের শীর্ষ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো ছাড়াও চীন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট্রাল কনজারভেটরি অব আর্টস, ইউনিভার্সিটি অব ল' অব চায়নাও বেশ জনপ্রিয়। চীনে পড়াশুনা করতে হলে প্রথমেই যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তা হলো ভাষাগত সমস্যা। বিশাল চীনা শব্দসম্ভার ধাতস্থ করে সেই ভাষায় উচ্চ শিক্ষা নেয়া বেশ কষ্টসাধ্য। চীনে ব্যাচেলর ডিগ্রির ক্ষেত্রে বছরে লাগবে ১ লাখ ৪৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য এই খরচ গিয়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকায়। ডক্টরেট করতে খরচ আরেকটু বেশি, ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হলে যোগাযোগ করতে হবে চায়নিজ স্কলারশিপ কাউন্সিলের সঙ্গে। এদের ঠিকানা হলো:

Chinese Scholarship Council
160, fuxingmennei Dajie
100031 Beijing, China.

সাধারণত খাবার-দাবারসহ আনুষঙ্গিক কাজে চীনে বছরে খরচ পড়বে ৮৭ হাজার থেকে ২ লাখ টাকার মতো। এছাড়া টিভি, টেলিফোন ও বাথরুমসহ ডাবলরুমের খরচ হলো ৭৫ হাজার টাকা।

সিঙ্গাপুর : দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ ১০-এ

বাংলাদেশের খুব কাছে অথচ উন্নত আর ধনী সিঙ্গাপুরে লেখাপড়া করতে আজকাল অনেকেই যাচ্ছে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর এবং নান ইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি এশিয়ার শীর্ষ ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় আছে। এছাড়া সিঙ্গাপুর

আফ্রিকা : গন্তব্য হিসেবে নতুন

আফ্রিকা মহাদেশটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব একটা উঁচু মানের নয়। এই মহাদেশের অধিকাংশ মানুষ না খেয়ে থাকে- এমনটি আমাদের ধারণা হলেও ইউরোপিয়ানরা কিন্তু যুগ যুগ ধরে আফ্রিকায় ব্যবসা করে আসছে। কেবল ইউরোপিয়ানরাই নয়; আমাদের প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তানিদের একটা বড় অংশই আফ্রিকার অনেক দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া, নামিবিয়া ইত্যাদি দেশে অনেক দিন থেকেই বসবাস, ব্যবসা এবং চাকরি করে আসছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকেও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ যেমন বোতসোয়ানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রকৌশলী, চিকিৎসক, মৎস্য চাষ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি পেশায় লোক রপ্তানি করা হচ্ছে। আমাদের দেশের অদক্ষ জনশক্তির চাইতে পেশাজীবীদের জন্য আফ্রিকার এই দেশগুলোর ভেতরে যেসব দেশের অর্থনীতি ভালো এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই সেসব দেশে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মাল্টিন্যাশনাল বহু ইউরোপিয়ান কোম্পানিই তাদের প্রাক্তন উপনিবেশ অনেক দেশেই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে আফ্রিকায়। এসব দেশে প্রকৌশলী থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসক বা অন্যান্য পেশার দক্ষ জনশক্তির খুব ভালো পেশাগত সম্ভাবনা রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য মূলত অদক্ষ জনশক্তির তথা অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের প্রধান ক্ষেত্র। তবে আইটি প্রোফেশনাল থেকে শুরু করে প্রকৌশলী, চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের দেশে থেকে জনশক্তি রপ্তানি করা যেতে পারে।

শেষ কথা

কর্তৃপক্ষের হঠাকারিতা, সন্ত্রাস ইত্যাদি কারণে মাসের পর মাস বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্ররা অথবা ঘুষ, চাঁদাবাজি, হরতাল, হত্যা, লুটতরাজের ভয়ে সন্ত্রস্ত চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীরা কি তাহলে যেকোনো উপায়ে এসব স্বপ্নপুরীতে যাত্রা করবে? সাপ্তাহিক ২০০০ কিন্তু এ ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তির পক্ষে নয়। হতাশাগ্রস্ত, সেশনজট প্রলম্বিত শিক্ষা জীবনের বিকল্প এই উন্নত শিক্ষা নিয়ে আমাদের ছাত্রদের বাংলাদেশেই ফিরে আসা উচিত। আন্তর্জাতিক মানের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও আমাদের ভীষণ প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর দাবী ব্যাপক। কিন্তু বিদেশগামী এসব মেধা আর কর্মশক্তির স্বদেশমুখী প্রবণতা সৃষ্টি করবার দায়িত্ব সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরগুলোর। সময় এবং প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াশোনার সিলেবাস আর সুযোগ সৃষ্টি, চাকরির বাজারে বহুমাত্রিকতা আনয়ন, আইনশৃঙ্খলা আর রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল উন্নতি, প্রচুর সার্ভিসভিত্তিক এবং আইসিটি এনাবেল শিক্ষা (কলসেন্টার, মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন) গড়ে তোলা- এসব পূর্বশর্ত যে আমাদের এখনই পূরণ করা দরকার তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন করবে কে? সাধারণ মানুষের কষ্টের টাকায় চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস আর প্রতারণা করে যারা আজ বিভিন্ন সময়ে দেশের কর্ণধার হচ্ছেন তারা কি দেশের উন্নতির জন্য এসব কাজ করবেন? আমাদের দেশেও কি ব্যাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদের মতো হাইটেক শহর হবে- যেখানে কাজ এবং বিনিয়োগ করতে ছুটে আসবে লাখ লাখ অভিবাসী বাংলাদেশী? এ ধরনের প্রশ্ন আমরা অনেক করেছি। আর এগুলোর উত্তর এবং প্রয়োগিক দিকগুলোও বের করতে হবে আমাদেরই। কারণ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা কেউই মেধা এবং উদ্যোগশূন্য অনুন্নত বাংলাদেশকে দেখতে চাই না।

ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি আর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনও বেশ বিখ্যাত। বাইরে থেকে প্রচুর ছাত্র বিজনেস, ডেন্টাল স্ট্যাডিজ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল স্ট্যাডিজ বিষয়গুলো পড়তে সিঙ্গাপুরে এসে থাকে। চাকরির বাজার এখন কিছুটা পড়তির দিকে হলেও গত কয়েক বছরে উচ্চ শিক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরগামী ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে। সিঙ্গাপুরে পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে বছরে খরচ পড়বে ৭৩ হাজার টাকার মতো। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে লাগবে ২ লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা। থাকা-খাওয়ার খরচ সিঙ্গাপুরে অনেক বেশি। একজন ছাত্রের মাসে ৩৩ হাজার টাকার মতো লাগতে পারে বাসাভাড়া, খাবার আর অন্যান্য কিছুর বিল মেটাতে।

হংকং : হতে পারে গন্তব্য

ছোট্ট, সমৃদ্ধিশালী দেশ হংকং-এ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আছে বেশ ক'টি। বিজনেস, বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, আইন ইত্যাদি বিষয়-গুলোতে পড়ার জন্য চায়নিজ ইউনিভার্সিটি অব হংকং, সিটি ইউনিভার্সিটি, ব্যাপটিস্ট ইউনিভার্সিটি, সু ইয়ান কলেজ এসব প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা উচিত। হংকং-এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। ছাত্ররা তাদের একাডেমিতে রেকর্ডস আর রেকোমেন্ডেশন লেটার দেখিয়ে হংকং সরকারের কাছে বৃত্তির আবেদন করতে পারবে। সাধারণত ১ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫শ' হংকং ডলার স্কলারশিপ হিসেবে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা

সমৃদ্ধিশালী এই আফ্রিকান দেশটির ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন। ইউনিভার্সিটি অব প্রিটোরিয়া, রোডস, কেপটাউন, উইটস হলো এখানকার কিছু ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জুওলজি, আইটি এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পলিটিক্যাল সায়েন্স বিষয়গুলোতেই ছাত্ররা বেশি ভর্তি হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www. education. pwv.gov.za) আরো তথ্য পাওয়া যাবে। পড়ার খরচ নির্ভর করে কোন প্রতিষ্ঠানে পড়বেন আর কি ডিগ্রি নেবেন তার ওপর। তবে সাধারণত বছরে মোট লেখাপড়ার খরচ ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর থাকা-খাওয়া বাবদ একজন ছাত্রের খরচ হতে পারে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

দূতাবাসের ঠিকানা

অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন
৮৪ গুলশান এভিনিউ
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৭৩১০১-৫
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৭১১২৫

কানাডা
কানাডিয়ান হাইকমিশন
বাড়ি নং-১৬/এ,
রোড নং-৪৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২,
বাংলাদেশ
ফোন : ৯৮৮৭০৯১-৭,
৮৮৩৬৩৯
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩০৪৩

চায়না
অ্যাম্বেসি অব দ্যা পিপলস্
রিপাবলিক অব চায়না
প্লট-২ & ৪, রোড-৩,
ব্লক-১
বারিধারা, ঢাকা বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮৪৮৬২,
৮৮৪১৬৪
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩০০৪

ডেনমার্ক
রয়েল ডেনিস অ্যাম্বেসি
হাউস
রোড-৫১, গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮৪৮৬২,
৮৮৪১৬৪
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩০০৪

হাঙ্গেরি
অ্যাম্বেসি অব দ্য রিপাবলিক
অব হাঙ্গেরি
বাড়ি-১৪, রোড-৬৮,
গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮০৮১০১
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩১১৭

ফ্রান্স
অ্যাম্বেসি অব দ্য রিপাবলিক
অব ফ্রান্স
বাড়ি-১৮, রোড-১০৮, গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৬০৭০৮৩,
৬০১০৪৯, ৬০৫৮৯০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩৬১২

জার্মানি
অ্যাম্বেসি অব দ্য ফেডারেল
রিপাবলিক অব জার্মানি
১৭৮, গুলশান এভিনিউ,
গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮৪৭৩৫-৩৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩১৪১

জাপান
অ্যাম্বেসি অব জাপান
প্লট-৫ &৭, দূতাবাস রোড
ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভ
বারিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৭০০৮৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৬৭৩৭

ইটালি
অ্যাম্বেসি অব দ্য রিপাবলিক
অব ইটালি
প্লট-২/৩, রোড-৭৪/৭৯,
গুলশান মডেল টাউন
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন :৮৮২৭৮১/৩
(পিএবিএক্স)

নেদারল্যান্ডস
রয়েল নেদারল্যান্ডস্
অ্যাম্বেসি
বাড়ি-১৯, রোড-৯০,
গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮২৭১৫
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩৩২৬
ই-মেইল
nlgovdha@bangla.net

নরওয়ে
রয়েল নরওয়েজিয়ান
অ্যাম্বেসি
বাড়ি-৯, রোড-১১১,
গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮৩০৬৫,
৮৮৩৮৮০, ৮৭০৫৬৩,
৬০৩০৯১, ৬০৬০৪৮

সিঙ্গাপুর
কনস্যুলেট অব দ্য
রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুর
বাড়ি-১৫, রোড-৬৮/এ,
গুলশান-২
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন :৯৮৮০৪০৪,
৯৮৮০৩৩৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-
৯৮৮৩৬৬৬

সুইডেন
অ্যাম্বেসি অব সুইডেন
বাড়ি-১, রোড-৫১, গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮৪৭৬১-৬৪,
৮৮০২২০-২১

তুরস্ক
অ্যাম্বেসি অব দ্য রিপাবলিক
তার্কি
বাড়ি-৭, রোড-৬২, গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮১২৯৮.
৮৮৩৫৩৬, ৮৭৩২৯৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩৮৭৩

যুক্তরাজ্য
ইউনাইটেড নেশনস্ রোড,
বারিধারা
বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮২৭০৫-৯
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩৪৩৭
ই-মেইল:
immbhchd@citechco.net
(Consular/Imming)

আমেরিকা
অ্যাম্বেসি অব ইউনাইটেড
স্টেটস্ অব আমেরিকা
মাদানী এভিনিউ, বারিধারা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮৪৭০০-২২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩৭৪৪

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
বাড়ি-৭, রোড-৮৪, গুলশান
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮৪৭৩০-২,
৬০৭০১৬, ৮৭১৪৬৪

সুইজারল্যান্ড
অ্যাম্বেসি অব দ্য
সুইজারল্যান্ড হাউস
বাড়ি-৩১-বি, রোড-১৮, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৭২৮৭৪-৬
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৮৩৮৭২